মেহেরপুরে ক্ষুদ্র ব্যবসায়ীর ওপর বর্বরতা ও পেশীশক্তির দাপট রুখবে কে?

মেহেরপুর শহরের বড় বাজারে জামানতের টাকা ফেরত না দিয়ে, একরামুল ইসলাম নামের এক ক্ষুদ্র ব্যবসায়ীর সাইকেল রিপেয়ারিং দোকান ভাঙচুর ও উচ্ছেদের যে ঘটনা ঘটেছে, তা কেবল নিন্দনীয়ই নয়, বরং দেশের আইন-শৃঙ্খলার দুর্বলতা ও পেশীশক্তির চরম বহিঃপ্রকাশ। ১৯৭৭ সাল থেকে বৈধ চুক্তির মাধ্যমে ব্যবসা পরিচালনা করে আসা একটি পরিবারের উপার্জনের একমাত্র অবলম্বনকে প্রকাশ্য দিবালোকে, দেশীয় অস্ত্রে সজ্জিত হয়ে গুঁড়িয়ে দেওয়া কোনো সভ্য সমাজের চিত্র হতে পারে না।

মেহেরপুর প্রতিদিনের সংবাদ থেকে স্পষ্ট, ‘মণ্ডল কমার্শিয়াল কমপ্লেক্স’-এর নকশা বাস্তবায়নের অজুহাতে একরামুলের দোকানটি জোরপূর্বক উচ্ছেদ করা হয়েছে। নকশা অনুমোদন বা মালিকানা দাবি থাকতেই পারে, কিন্তু তার জন্য আইনের তোয়াক্কা না করে ২০-৩০ জনের দলবল নিয়ে হামলা চালানো মগের মুল্লুকেরই শামিল। মেহেরপুর ব্যবসায়ী সমিতির সভাপতির মতে, এই অমানবিক ও দুঃখজনক ঘটনার পেছনে একটি প্রভাবশালী মহলের সংশ্লিষ্টতা রয়েছে। আমাদের সমাজে যখনই কোনো প্রভাবশালী গোষ্ঠী অর্থ বা ক্ষমতার দাপট দেখায়, তখনই একরামুলের মতো দরিদ্র ও ক্ষুদ্র ব্যবসায়ীরা এভাবে বলির পাঁঠা হন।

যদিও পরবর্তীতে বাজার কমিটির মধ্যস্থতায় ১২ লাখ টাকার একটি সমঝোতা চুক্তি হয়েছে, যা আপাতদৃষ্টিতে ইতিবাচক মনে হতে পারে। তবে প্রশ্ন থেকেই যায়—ক্ষতিপূরণ কি একজন মানুষের দীর্ঘদিনের জীবিকা ও তার ওপর হওয়া মানসিক ও শারীরিক লাঞ্ছনার সঠিক বিচার?

একটি গণতান্ত্রিক ও আইনের শাসনের দেশে জোর যার মুল্লুক তার—এই নীতি চলতে পারে না। উন্নয়ন বা মার্কেট নির্মাণের নামে কোনো ক্ষুদ্র ব্যবসায়ীকে এভাবে পথে বসানোর সংস্কৃতি বন্ধ হওয়া জরুরি। মেহেরপুরের এই ঘটনাটি দেশের অন্যান্য বাজার ও বাণিজ্যিক এলাকার জন্য একটি সতর্কবার্তা।

আশা করি, স্থানীয় প্রশাসন ও ব্যবসায়ী নেতৃবৃন্দ কেবল আর্থিক

সমঝোতাতেই ক্ষান্ত হবেন না; বরং ভবিষ্যতে যেন কোনো প্রভাবশালী মহল কোনো নিরীহ ব্যবসায়ীর ওপর এমন অন্যায় করার সাহস না পায়, তা নিশ্চিত করতে আইনি ও সামাজিক দৃষ্টান্ত স্থাপন করবেন।

নির্বাচন ঘিরে ঝিনাইদহে কিশোর গ্যাংয়ের দাপট

নির্বাচনকে ঘিরে ঝিনাইদহের বিভিন্ন এলাকায় উদ্বেগজনকভাবে সক্রিয় হয়ে উঠেছে কিশোর গ্যাং। তাদের দাপটে ভোটার ও সাধারণ মানুষের মধ্যে আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়েছে। পোস্টার লাগানো থেকে শুরু করে মাইকিং, প্রচারণা মিছিল, এমনকি রাতের আঁধারে ভোটারদের বাড়ি বাড়ি গিয়ে হুমকি-ধমকি দেওয়াসহ সব ক্ষেত্রেই প্রভাব বিস্তার করছে এসব কিশোর গোষ্ঠী।

জানা গেছে, ঝিনাইদহের বিভিন্ন এলাকায় ১৪ থেকে ১৮ বছর বয়সী কিশোরদের নিয়ে গড়ে ওঠা একাধিক গ্যাং এখন নির্বাচনী প্রচারণার ভাড়াটে শক্তি হিসেবে ব্যবহৃত হচ্ছে। তারা প্রতিপক্ষের পোস্টার ছেঁড়া, প্রচারণায় বাধা, পথরোধ, হুমকি দেওয়া এবং কখনো কখনো মারধরের মতো ঘটনায় জড়িয়ে পড়ছে। এমনকি রাতে সাধারণ ভোটারদের বাড়িতে ভোট চাওয়ার নামে চুরি-ডাকাতির মতো ঘটনাও ঘটাচ্ছে। লোহার রড কিংবা ধারালো অস্ত্র নিয়ে তারা নিয়মিত মহড়া দিচ্ছে। কোথাও কোথাও প্রতিপক্ষ প্রার্থীদের নির্বাচনী কার্যালয় ও তাদের কর্মী-সমর্থকদের ব্যবসা প্রতিষ্ঠানে ভাঙচুরে অংশ নিচ্ছে।

রাজনৈতিক বিশ্লেষকদের মতে, এই কিশোর গ্যাংয়ের উত্থান এ জেলায় নতুন নয়। তবে নির্বাচনকে কেন্দ্র করে তাদের সক্রিয়তা কয়েক গুণ বেড়ে গেছে। বিভিন্ন দলের প্রার্থীরা তাদের পেছনে টাকা বিনিয়োগ করছে এবং আশ্রয়-প্রশ্রয় দিচ্ছে। প্রতিপক্ষ প্রার্থীকে দমন-পীড়ন করতে এসব কিশোর গ্যাংয়ের সদস্যদের ব্যবহার করা হচ্ছে।

নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক কালীগঞ্জ শহরের এক চাল ব্যবসায়ী বলেন, ‘আগে বড়রা এসব কাজ করত। এখন দেখি কিশোর ছেলেরা দল বেঁধে এসে আমাদের হুমকি দেয়। কয়েক দিন ধরে কিশোর অপরাধীদের দাপটে সন্ধ্যার পর

অনেক এলাকায় দোকানপাট আগেভাগেই বন্ধ রাখতে হচ্ছে।’

ইয়াসমিন আরা নামের এক নারী ভোটার বলেন, ‘এবার কেন্দ্রে ভোট দিতে যাওয়ার সময় নিরাপত্তা কতটুকু পাওয়া যাবে, তা নিয়ে শঙ্কায় রয়েছি। রাতে বাড়িতে এসে নির্দিষ্ট প্রতীকে ভোট দিতে চাপ প্রয়োগ করছে কিশোর সদস্যরা। বর্তমানে বাইরে কিশোর ছেলেদের দল দেখলেই ভয় লাগে। ভোটের দিন তারা এ ধরনের কাজ অব্যাহত রাখলে কেন্দ্রে যেতে আমাদের অসুবিধা হবে।’

ঝিনাইদহ-৪ আসনের এক প্রার্থীর নির্বাচনী এজেন্ট বলেন, ‘নির্বাচনী প্রচারণায় বের হলেই বাধার মুখে পড়তে হয়। বড়রা সামনে থাকে না, কিশোরদের দিয়ে কাজ করায়। তারা ভয় পায় না, কারণ জানে শাস্তি হবে না। নামমাত্র কিছু টাকা খরচ করলেই প্রতিপক্ষ প্রার্থীদের অফিস ভাঙচুর ও পোস্টার ছেঁড়ার কাজ করানো যায়। এদের অনেকগুলো গ্রুপ আছে, প্রয়োজন অনুযায়ী একেক সময় একেক গ্রুপকে কাজে লাগানো হয়।’

জেলা সচেতন নাগরিক সমাজের প্রতিনিধি আনোয়ারুজ্জামান আজাদ বলেন, ‘কিশোরদের এসব অপরাধে জড়িয়ে পড়ার পেছনে সামাজিক ও পারিবারিক কারণ রয়েছে। বেকারত্ব ও সামাজিক নজরদারির অভাব তাদের অপরাধের পথে ঠেলে দিচ্ছে। নির্বাচন এলেই রাজনৈতিক দলের বিভিন্ন প্রার্থী এই দুর্বলতাকে কাজে লাগাচ্ছে। এ অপরাধ রোধে শুধু আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর তৎপরতা বাড়ালেই হবে না। রাজনৈতিক দলগুলোর দায়বদ্ধতা নিশ্চিত করা, কিশোরদের অপরাধে ব্যবহারের প্রবণতা বন্ধ করা এবং সামাজিকভাবে তাদের পুনর্বাসনের উদ্যোগ নিতে হবে। নইলে নির্বাচন এলেই কিশোর গ্যাংয়ের দাপট আরও ভয়াবহ রূপ নিতে পারে। এ ধরনের অপরাধ গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়ার জন্য বড় হুমকি।’

এ বিষয়ে জেলা রিটার্নিং কর্মকর্তা ও জেলা প্রশাসক মো. আব্দুল্লাহ আল মাসউদ মেহেরপুর প্রতিদিনকে বলেন, ‘কিশোর অপরাধের বিষয়টি নজরে রাখা হচ্ছে। আমরা গোয়েন্দা তৎপরতা বাড়িয়েছি। এ ধরনের ঘটনা ঘটলেই তাদের বিরুদ্ধে আইনি ব্যবস্থা নেওয়া হবে।’